সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২৪
WEEKLY BOOKLET:424

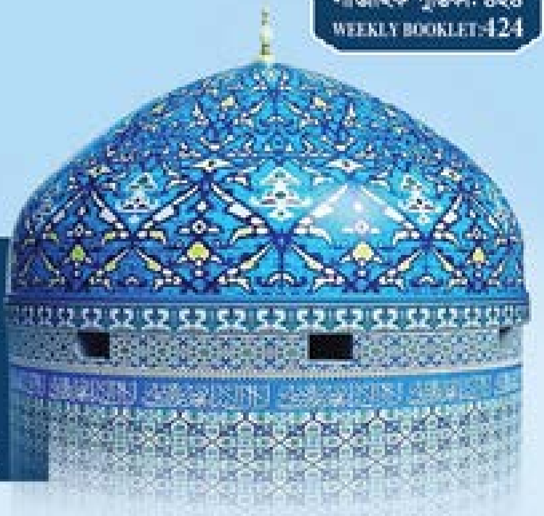

الله
غوثِ اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم
کی گیارھویں شریف
مبارک ہو!

গাউসে আযম رحمۃ اللہ علیہ এর
"গিয়ারভী শরীফ" মোবারক হোক!

رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ
গাউসে আযম এর ২৫টি বাণী

(আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখনিসমূহ)

তিনটি অপরিহার্য বিষয়	০৪
উপকারী দোয়া	০৫
বন্ধু কে?	০৭
মুক্তির পথ	০৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর ২৫টি বাণী

আত্তারের দোয়া: হে পবিত্র আল্লাহ! যে কেউ "গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর ২৫টি বাণী" পড়বে বা শুনবে, তাকে গাউসে আযমের ফয়েয দ্বারা ধন্য করুন এবং তার বাবা-মা সহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিন। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর মহান বাণী হলো: "তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমার দিন। এই দিনেই হযরত আদম সফিউল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই দিনেই তাঁর পবিত্র রূহ কবজ করা হয়েছিল, এই দিনেই শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং এই দিনেই ধ্বংস নেমে আসবে। সুতরাং, এই দিনে আমার উপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।" সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**!** আপনার ওফাতের পর দরূদ শরীফ আপনার কাছে

কীভাবে পৌঁছানো হবে?" তিনি ইরশাদ করলেন: "আল্লাহ পাক নবীদের عَلَیۡہِمُ السَّلَام দেহ মোবারক ভক্ষণ করাকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।" (আবু দাউদ, ১/৩৯১, হাদিস: ১০৪৭)

তু যিন্দা হ্যায় ওয়াল্লাহ, তু যিন্দা হ্যায় ওয়াল্লাহ,
মেরি চশমে আলম সে ছুপ জানে ওয়ালে।

(হাদায়েকে বখশিশ, পৃষ্ঠা ১৫৮)

(১) খারাপ চরিত্রের প্রতিকার

হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করা এবং রাত জাগা সহজ, কিন্তু 'খারাপ চরিত্রের' প্রতিকার করা খুবই কঠিন।" (গুনিয়াতুত তালিবিন (উর্দু), পৃষ্ঠা ৬৮৭)

(২) মৃত্যু সন্নিকটে

"কিছু মানুষ হাসতে থাকে, অথচ তাদের মৃত্যু সন্নিকটে চলে এসেছে।" (গুনিয়াতুত তালিবীন, ১/৩৪৮)

(৩) ঈদের দিন

"আমি যেদিন এই দুনিয়া থেকে আমার ঈমানকে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যাব, সেদিনই আমার জন্য ঈদ হবে।"

(ফয়যানে গাউসে আযম, ৮ পৃষ্ঠা)

(৪) সত্যের পথ ত্যাগ করো না

“আল্লাহ পাকের নাফরমানি করা উচিত নয় এবং সত্যের পথ হাত থেকে ছাড়া উচিত নয়।”

(ফুতুহুল গায়েব মা'আ কালায়িদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা ৪৪, সংক্ষেপিত)

(৫) সম্মান ও মর্যাদার মুকুট

আল্লাহ পাকের সকাল-সন্ধ্যা আনুগত্য করতে থাকো। যখন তোমরা এমন করবে, তখন সম্মান ও কারামতের মুকুট তোমাদের মাথায় থাকবে। (আল-ফাতহুর রব্বানি, পৃষ্ঠা ৫১, সংক্ষেপিত)

(৬) সবাই তোমার আদেশ মানবে!

আমার পীর ও মুর্শিদ গাউসুল আযম (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ)-এর বাণী: “যখন তুমি আল্লাহ পাকের আদেশের অনুগত হয়ে যাবে, তখন সমস্ত সৃষ্টি তোমার আদেশ মানবে।” (কালায়িদুল জাওয়াহির মা'আ ফুতুহুল গায়েব, পৃষ্ঠা ২৬)

(৭) বুদ্ধিমান বলার কারণ

সরকারে গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “বুদ্ধিমানকে বুদ্ধিমান এই জন্য বলা হয় যে, তার দৃষ্টি কাজগুলোর পরিণামের (অর্থাৎ শেষ) উপর থাকে।” (কালায়িদুল জাওয়াহির মা'আ ফুতুহুল গায়েব, পৃষ্ঠা ১০৪)

(৮) বিনয় কাকে বলে?

“বিনয় হলো, বান্দা যার সাথে দেখা করে, তাকে নিজের থেকে ভালো মনে করবে এবং ভাববে যে, হয়তো এই ব্যক্তির আল্লাহর নিকট আমার চেয়ে বেশি মর্যাদা রয়েছে।”

(কালায়িদুল জাওয়াহির মা'আ ফুতুহুল গায়েব, পৃষ্ঠা ১২৯)

(৯) তিনটি অপরিহার্য বিষয়

মুসলমানের জন্য প্রত্যেক অবস্থায় এই তিনটি জিনিস জরুরি:

(১) আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা।

(২) তাঁর নিষেধ করা কাজগুলো থেকে বিরত থাকা।

(৩) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা। (ফুতুহুল গায়েব (উর্দু), ১৭ পৃষ্ঠা)

(১০) পরিশ্রম ছাড়া তো দুনিয়াও মেলে না, সুতরাং...

যেহেতু এই ধ্বংসশীল দুনিয়াও পরিশ্রম ছাড়া পাওয়া যায় না সুতরাং জান্নাত, যা চিরস্থায়ী, তা কিভাবে পরিশ্রম ছাড়া পাওয়া যাবে? (অতএব জান্নাত পাওয়ার জন্য প্রচুর ইবাদত ও সাধনা করুন।)

(আল-ফাতহুর রব্বানি, ২২২ পৃষ্ঠা, পরিবর্তিত)

(১১) কম রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাকো

কম রিযিকের উপর খুশি থাকো এবং এটাকে আঁকড়ে ধরো, যতক্ষণ না তোমার সময় পূর্ণ হয় (অর্থাৎ তুমি মৃত্যুবরণ করো), এবং

তারপর তোমাকে এর থেকে উত্তম কিছুর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। (শরহে ফুতুহুল গায়েব (উর্দু), ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(১২) খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না

আল্লাহর দরবারে যে ব্যক্তিই দোয়া করে, আল্লাহ পাক তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না, সুতরাং তোমার দোয়া দুনিয়া বা আখেরাতে তোমার জন্য কোনো না কোনো উপকার অবশ্যই আছে। (শরহে ফুতুহুল গায়েব (উর্দু), ৪৬০-৪৬১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(১৩) উপকারী দোয়া

আল্লাহ পাকের কাছে নিজের পূর্বের গুনাহের ক্ষমা, ভবিষ্যতের গুনাহ থেকে বাঁচা, উত্তমভাবে তাঁর ইবাদত করা, উত্তম মৃত্যু এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام, সিদ্দীকিন, শুহাদা ও নেক বান্দাদের সাথে সাক্ষাতের দোয়া করো। (ফুতুহুল গায়েব, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

(১৪) আল্লাহর আনুগত্য

যখন তুমি আল্লাহ পাকের আনুগত্য করবে, তখন তোমাকে সৃষ্টির মধ্যে মাখদুম (অর্থাৎ যার সেবা করা হয় এমন) বানিয়ে দেওয়া হবে। (আল-ফাতহুর রব্বানি, ৪৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(১৫) ধোঁকা খেয়েছে

দুনিয়ার চাকচিক্য ও আরাম-আয়েশ ধোঁকা দেওয়ার মতো, যে এগুলো পেয়েছে সে ধোঁকা খেয়েছে এবং গাফেল হয়েছে।

(শরহে ফুতুহুল গায়েব (উর্দু), ৭৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(১৬) তাওবার দরজায় প্রবেশ করো!

(হে মানুষেরা!) যত নেকী পারো করো এবং তাওবার দরজাকেও গনিমত জানো এবং এতে প্রবেশ করো (অর্থাৎ তাওবা করো)। নেক মানুষের সমাবেশগুলোকেও গনিমত জানো।

(আল-ফাতহুর রব্বানি, ২৯ পৃষ্ঠা)

(১৭) কুন অর্থাৎ হয়ে যাও

আল্লাহ পাক তাঁর অবতীর্ণ কোনো কিতাবে বলেছেন: হে ইবনে আদম (অর্থাৎ হে মানুষ!), আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, আমি কোনো জিনিসকে "কুন" বলি তো তা হয়ে যায়, তুমি আমার আনুগত্য করো, আমি তোমাকে এমন করে দিবো যে, তুমি বলবে: "কুন" (অর্থাৎ হয়ে যাও) তো তা হয়ে যাবে।

(ফুতুহুল গায়েব (উর্দু), ৪৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(১৮) শয়তানের ধ্বংসের কারণ

হে মানুষেরা! নিজেকে হিংসা থেকে বাঁচাও, হিংসাই সেই খারাপ অভ্যাস যা শয়তানকে ধ্বংস ও বরবাদ করেছে এবং তাকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নামী বানিয়েছে।

(জিলাউল খাওয়াত্বির, ৩ পৃষ্ঠা)

(১৯) দুনিয়া কার সেবা করে?

আল্লাহ পাক তাঁর অবতীর্ণ কোনো কিতাবে বলেছেন: হে দুনিয়া! যে আমার আনুগত্য করে, তুমি তার সেবা করো এবং যে তোমার সেবা করে, তুমি তাকে দুঃখ ও কষ্টে রাখো।

(ফুতুহুল গায়েব (উর্দু), ৪৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(২০) বন্ধু কে?

"তোমার বন্ধু সেই, যে তোমাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৪০ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত)

(২১) জীবনের দরজা

(হে মানুষেরা!) যতক্ষণ জীবনের দরজা খোলা আছে, এটাকে গনিমত জানো (অর্থাৎ ইবাদত করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নাও), কারণ শীঘ্রই এই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। (আল-ফাতহুর রব্বানি, ২৯ পৃষ্ঠা)

(২২) আসল সম্পদ বানিয়ে নাও

আখেরাতকে তোমার আসল সম্পদ বানিয়ে নাও, তাহলে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হবে। (ফুতুহুল গায়েব (উর্দু), ২৯০ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(২৩) মুক্তির পথ

"হে মূর্খ! তোমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তুমি নিজেকে মুক্তির পথে চালাও এবং মুক্তির পথ হলো আখেরাত ও আল্লাহ পাকের ইবাদতের পথ।" (ফুতুহুল গায়েব (উর্দু), ২৯০ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(২৪) বিপদে অভিযোগ করো না

ধৈর্য হলো, বিপদের সময় আল্লাহ পাকের সাথে উত্তম আদব বজায় রাখা (অর্থাৎ অভিযোগ না করা) এবং তাঁর ফয়সালার সামনে মাথা নত করা। (বাহজাতুল আসরার, ২৩৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(২৫) ধৈর্যের মধ্যেই নিরাপত্তা

তোমরা ধৈর্য ত্যাগ করো না, কারণ কল্যাণ ও নিরাপত্তা ধৈর্যের মধ্যেই নিহিত আছে। (কালায়েদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা ৫৯)

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

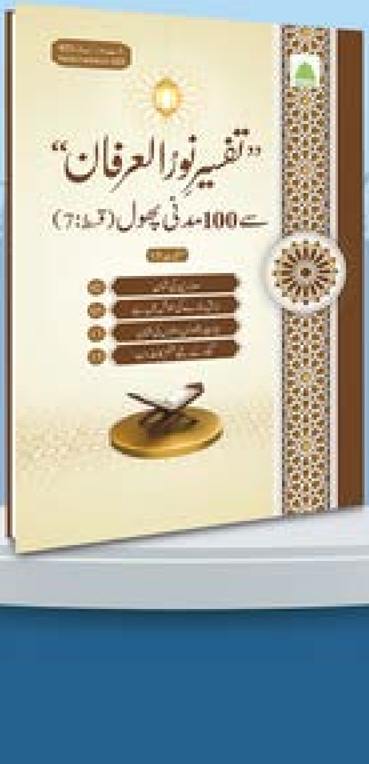

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net